বিরূপ আবহাওয়ায় কেন চলছে এইচএসসি পরীক্ষা, ব্যাখ্যা দিল আন্ত শিক্ষা বোর্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১৩ জুলাই, ২০২৬ ২১:৩১

সংগৃহীত ছবি

চলমান এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিরূপ আবহাওয়া সত্ত্বেও কেন পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে, তা স্পষ্ট করেছে বাংলাদেশ আন্ত শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। সোমবার (১৩ জুলাই) কমিটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্টদের উদ্‌ভূত উদ্বেগ ও প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা দেশের সব শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২ হাজার ৬৯৭টি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এতে মোট ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছেন।

বাংলাদেশ আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি

অফিস: মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

পত্র নং: আশিবো/প্রশা/২০১০/৮২ তারিখ: ১৩/০৭/২০২৬ খ্রি.

বিষয়: বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য।

চলমান এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা ২০২৬-কে কেন্দ্র করে বিরূপ আবহাওয়ার মধ্যেও কেন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে- এ বিষয়ে অনেক শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ীর উদ্বেগ ও প্রশ্ন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এই উদ্বেগকে আমরা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করি এবং এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সকলের জ্ঞাতার্থে জানাতে চাই।

২০২৬ সালের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা দেশের সকল শিক্ষা বোর্ডে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২৬৯৭টি কেন্দ্রে মোট ১২৭০৫৮৩ জন পরীক্ষার্থীর অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সকল পরীক্ষার্থী আমাদের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ। তবে অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং পরীক্ষার্থীদের নিরাপদে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে না পারার কারণে শুধু চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার বাস্তব পরিস্থিতি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং জেলা প্রশাসকদের মতামতের প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অন্যদিকে দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সার্বক্ষণিক সমন্বয়ের ভিত্তিতে পরীক্ষা গ্রহণের পরিবেশ বিদ্যমান রয়েছে মর্মে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিবেদন প্রেরণ করেছেন। উক্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী অন্যান্য বোর্ডের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অপ্রত্যাশিতভাবে আজ ১৩/০৭/২০২৬ সকালে বিরূপ আবহাওয়ার কারণে কিছু কেন্দ্রে বিশেষ করে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ, কুমিল্লা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে ভোগান্তির সৃষ্টি হয়। তবে স্থানীয় প্রশাসন, কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও অভিভাবকদের আন্তরিক সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ১২৭০৫৮৩ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার প্রস্তুতি উপলব্ধি করে এবং পরীক্ষা বারবার স্থগিত করা হলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন, ফলাফল প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি কার্যক্রম এবং সামগ্রিক শিক্ষা ক্যালেন্ডার ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। একই সঙ্গে অভিন্ন প্রশ্নপত্র ব্যবস্থায় একটি বোর্ডের কারণে সকল বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত রাখাও বাস্তবসম্মত নয়।

তবে কোনো অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বা পরীক্ষা গ্রহণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আমাদের কাছে শিক্ষার্থীদের জীবন ও নিরাপত্তাই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

অনুগ্রহ করে শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করুন। বিরূপ আবহাওয়ার কারণে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে রওনা হওয়ার অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সুষ্ঠু, সুন্দর ও নির্বিঘ্নভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।
সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ।

প্রফেসর সৈয়দ আক্তারুজ্জামন
সভাপতি
আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি
ও
চেয়ারম্যান
মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন- ০২-৯৬১৫২৩৫

শিক্ষা বোর্ড জানিয়েছে, অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায় চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পরীক্ষার্থীরা নিরাপদে কেন্দ্রে উপস্থিত হতে না পারায় স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) ও জেলা প্রশাসকদের (ডিসি) মতামতের ভিত্তিতে শুধু চট্টগ্রাম

বোর্ডের পরীক্ষা আগামী ১৬ জুলাই পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, দেশের অন্যান্য শিক্ষা বোর্ডের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্র কার্যক্রম পরিচালনার উপযোগী রয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও জেলা প্রশাসনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে।

সোমবার সকালে খারাপ আবহাওয়ার কারণে কুমিল্লা সরকারি মহিলা কলেজ কেন্দ্রসহ কিছু কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের যাতায়াতে সাময়িক ভোগান্তি হলেও স্থানীয় প্রশাসন, অভিভাবক ও কেন্দ্র কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় শিক্ষার্থীরা যথাসময়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পেরেছেন।

বোর্ড সমন্বয় কমিটি উল্লেখ করেছে, ১২ লাখ ৭০ হাজার ৫৮৩ জন শিক্ষার্থীর পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং শিক্ষাজীবনের কথা বিবেচনা করেই এই সিদ্ধান্ত।

পরীক্ষা বারবার স্থগিত করা হলে ফলাফল প্রকাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম এবং সামগ্রিক শিক্ষা ক্যালেন্ডার মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পাশাপাশি অভিন্ন প্রশ্নপত্র হওয়ায় একটি বোর্ডের সমস্যার কারণে সব বোর্ডের পরীক্ষা স্থগিত রাখা বাস্তবসম্মত নয়।

বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করা হয়েছে, কোনো অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরীক্ষার্থীদের নিরাপত্তা বা পরীক্ষা গ্রহণ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (ডিসি) পরিস্থিতি মূল্যায়ন করে তাৎক্ষণিকভাবে পরীক্ষা স্থগিত বা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

শিক্ষা বোর্ড ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করার পাশাপাশি বিরূপ আবহাওয়ার বিষয়টি মাথায় রেখে পরীক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত সময় হাতে নিয়ে সতর্কতার সঙ্গে কেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

শিক্ষার্থীদের জীবন ও নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সব কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।